بِسْمِ الله শরীফের বরকত

24-August-2023

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖن ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়ত করে নেবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, ঘুমানো, সাহরি বা ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা দম করা পানি পান করাও জায়েয নেই। তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত থাকে, তাহলে এসব কিছু সাময়িকভাবে জায়েয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়ত যেনো শুধুমাত্র পানাহার করা বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে- যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে তাকে ইতিকাফের নিয়ত করে নিতে হবে, কিছুক্ষণ **আল্লাহ**র যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে পানাহার করতে বা ঘুমাতে পারবে)

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ ـ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন

আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, কারণ তোমাদের দরুদ শরীফ আমার কাছে পৌঁছে থাকে। **(মুজামু কবীর, ৩/৮২, নাম্বার ২৭২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অমুসলিম নারী ও পুরুষের আকর্ষণীয় ঘটনা

একজন অমুসলিম পুরুষ একজন অমুসলিম নারীর প্রেমে পড়লো। সে এতটাই প্রেমাসক্ত হয়ে গেলো যে, পাগলের মতো হয়ে গেলো, এমনকি তার পানাহারের খেয়াল থাকতো না। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সে তখনকার ওয়ালী হযরত সায়্যিদুনা আতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতপূর্ণ খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অবস্থার কথা জানালো। হযরত সায়্যিদুনা

আতা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ একটি কাগজে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখে দিলেন আর বললেন: “এটা গিলে নাও!”

যখন সে অমুসলিম بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখিত কাগজটি গিলে ফেললো (ব্যস! গেলার সাথে সাথে তার অন্তরে বিপ্লব সাধিত হলো)। সে আরয করলো: হে আতা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমি ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করছি আর আমার অন্তরে নূর প্রকাশিত হয়েছে । আমি ঐ নারীর (প্রেম) ভুলে গেছি। আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। হযরত সায়্যিদুনা আতা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করলেন আর সে অমুসলিম بِسۡمِ اللّٰہِ এর বরকতে মুসলমান হয়ে গেলো। অপরদিকে ঐ অমুসলিম নারী যখন তার ব্যর্থ প্রেমিকের ইসলাম গ্রহণের খবর পেলো, তখন সেও হযরত সায়্যিদুনা আতা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: হে মুসলমানদের ইমাম! আমিই সে নারী যার প্রেমে সেই নওমুসলিম অর্থাৎ সাবেক অমুসলিম আসক্ত ছিলো। আমি গত রাতে স্বপ্ন দেখেছি, এক আগন্তুক আমার কাছে এসে বলতে লাগলো: যদি তুমি জান্নাতে আপন ঠিকানা দেখতে চাও, তবে সায়্যিদুনা আতা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সমীপে উপস্থিত হও, তিনি জান্নাতে তোমার ঠিকানা সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবেন। আমি উপস্থিত হয়েছি, আমাকে বলুন, জান্নাত কোথায়? তিনি বললেন: যদি জান্নাত লাভের ইচ্ছা থাকে তাহলে তোমাকে প্রথমে তার দরজা খুলতে হবে, তারপর তুমি আপন ঠিকানার দিকে যেতে পারবে। মেয়েটি আরয করলো: আমি এর দরজা কিভাবে খুলবো? তিনি বললেন: بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পাঠ করো, সে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ শরীফ পাঠ করলো। ব্যস! পাঠ করার সাথে সাথে তার অন্তরে বিপ্লব সাধিত হলো

তারপর সে বলতে লাগলো: হে আতা رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ আমি আমার অন্তরে নূর অনুভব করছি, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তখন بِسۡمِ اللہِ শরীফের বরকতে সেও মুসলমান হয়ে গেলো। ঐ রাতে যখন সেই নওমুসলিম মহিলা ঘুমিয়ে পড়লো, তখন স্বপ্নে জান্নাতে প্রবেশ করলো এবং সেখানে জান্নাতের মনকাড়া ইমারত ও গম্বুজ দেখলো এবং একটি গম্বুজের উপর লেখা ছিলো:

بِسۡمِ اللہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللہِ

সে যখন ঐ বাক্যগুলো পাঠ করলো তখন একজন আহবানকারী বলল, হে পাঠকারী! যা তুমি পাঠ করেছো, **আল্লাহ পাক** এ সব তোমাকে দান করেছেন। **(কিতাবুল কালয়ুবি, ঘটনা:২৬, পৃষ্ঠা ২২-২৩)**

بِسۡمِ اللہِ শরীফ কুরআনে পাকের একটি অংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسۡمِ اللہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ কুরআনে পাকের একটি পূর্ণ আয়াত,যা দুটি সূরার মাঝে পার্থক্য করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। আর এটা ১৯তম পারার সূরা নামলের একটি আয়াতের অংশ। **(হালভি আল কাবির, পৃষ্ঠা ৩০৭)** ইরশাদ হচ্ছে:

بِسۡمِ اللہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۳۰﴾
(পারা ১৯, নামল, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহর নাম সহকারে, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

অস্থিরতা ছেয়ে গেলো

সাহাবিয়ে রাসুল হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন: যখন بِسۡمِ اللہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ অবতীর্ন হলো তখন মেঘমালা পূর্ব দিকে

দৌড়াতে লাগলো, বাতাস থেমে গেলো, সমুদ্রে উচ্ছ্বাস এলো, চতুষ্পদ প্রাণিরা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য কান লাগিয়ে দিলো এবং শয়তানকে আসমান থেকে পাথর মারা হলো আর **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ! যে বস্তুতে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পড়া হবে আমি তাতে বরকত দান করবো। **(তাফসীরে দুররে মানসুর,পারা ১,সূরা ফাতিহা,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা ২৬)**

প্রতিটি বৈধ কাজের সূচনা بِسۡمِ اللهِ এর মাধ্যমে করুন

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের কালাম কুরআন শরীফের সূচনা হয় بِسۡمِ اللهِ দিয়ে। এতে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, আমরাও যেনো প্রতিটি বৈধ কাজের সূচনা بِسۡمِ اللهِ দিয়ে করি। হযরত আল্লামা আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন, কুরআন শরীফের সূচনা بِسۡمِ اللهِ এর মাধ্যমে এজন্যই করা হয়েছে যেনো **আল্লাহ পাকে**র বান্দারা তার অনুসরণ করে প্রতিটি বৈধ কাজের সূচনা بِسۡمِ اللهِ এর মাধ্যমেই করে।

(হাশিয়ায়ে তাফসীরে সাভী, প্রথম পারা, সুরা ফাতিহা, খণ্ড:১ পৃষ্ঠা: ৩৫)

হাদিসে পাকেও ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের সূচনা بِسۡمِ اللهِ এর মাধ্যমে করার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। **(জামিউল আখলাকুর রাবী,পৃষ্ঠা ৩২২,হাদিস ১১৯৮)**

بِسۡمِ اللهِ এর ১৯টি হরফের রহস্য

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ লেখেন, بِسۡمِ اللهِ শরীফে ১৯টি হরফ রয়েছে আর জাহান্নামে শাস্তি প্রদানকারী ফেরেশতার সংখ্যাও ১৯ জন, অতএব আশা করা যায়, এর একেকটি হরফের বরকতে একজন করে ফেরেশতার শাস্তি দূর হয়ে যাবে।

কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়!

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: كُلُّ اَمۡرٍ ذِىۡ بَالٍ لَا يُبۡدَءُ فِيۡهِ بِبِسۡمِ اللهِ فَهُوَ اَقۡطَعُ অর্থাৎ যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের সূচনা بِسۡمِ اللهِ এর মাধ্যমে হয় না তা অসমাপ্ত থেকে যায়। **(জামে সগীর, পৃষ্ঠা ৩৯১, হাদিস ৬২৮৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন, এটা কী ধরনের বঞ্চনা যে, ভালো ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের আগে بِسۡمِ اللهِ শরীফ পাঠ না করার কারণে কাজগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে, তাতে বরকত হচ্ছে না। এখন হয়তো মনে মনে এই ধারণা আসতে পারে - আমি তো بِسۡمِ اللهِ পড়ি না, তবুও তো আমার কাজ হয়ে যাচ্ছে। এর জবাব হলো, কোনো কাজ আপাতদৃষ্টিতে সম্পন্ন হওয়া এক জিনিস আর তাতে বরকত না হওয়া আরেক জিনিস। যেমন- কেউ যদি بِسۡمِ اللهِ না পড়ে খাবার খায় বাহ্যিকভাবে খাবার গলার নিচে চলে যাবে - ঠিক; কিন্তু তাতে যদি বরকত না হয় আর খাবার পুরোপুরি হজম না হয়ে শরীরের অংশে পরিণত না হলে তখন ? আজকাল এই ধরনের সমস্যা ব্যাপক হয়ে গেছে। কাজ অনেক হচ্ছে, ইনকামও ভালো কিন্তু তারপরও তা যথেষ্ট না। খাবার খাওয়া হচ্ছে কিন্তু শরীরে টের পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকেরই অভিযোগ- দিনকাল ভালো যাচ্ছে না, স্বর্ণে হাত দিলে তাও মাটি হয়ে যায় - এমন অবস্থা। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ - তারা কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু পড়া মনে থাকে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব সমস্যার বহু কারণ আছে, তার মধ্যে একটি কারণ হতে পারে بِسۡمِ اللهِ শরীফ দিয়ে কাজ শুরু না করা।

কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকুন!

আমাদের মাঝে একটি রোগ খুব বেড়ে গেছে যে, মানুষ নিজের ভুল স্বীকার করে না, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়। এই যেমন; ✯ এখন সফরুল মুযাফফারের বরকতময় মাস চলছে। এই মাসে কেউ বিয়ে করেছে, খুব ঢোল তবলা বাজানো হয়েছে, সারারাত গান বাজনা, নাচের পার্টির আয়োজন করা হয়েছে, শয়তানকে খুব খুশি করা হয়েছে। এখন, **আল্লাহ** না করুক সেই বিয়ে যদি অটুট থাকার বদলে ভেঙে যায় তাহলে কিছু লোক বলাবলি করবে - দেখলে তো, সফর মাসে বিয়ে করেছিলো, সফর মাস তো এমনিতেই অশুভ মাস। ✯ সকালে ফজরের নামাযের সময় পার হওয়ার পর হাই তুলতে তুলতে আরামসে বিছানা থেকে উঠলো, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে দোকানে বা অফিসে পৌঁছলো, পথিমধ্যে কোনো সমস্যা হলো, আয় কম হলে কিংবা বস ঝাড়ি দিলে, দোষ কার? সকালে উঠেই যার মুখ দেখেছিলো তার, নাকি সেই কালো বিড়ালের যেটা পথের সামনে পড়েছিলো। اَلۡاَمَانُ وَالۡحَفِیۡظ

হে আশিকানে রাসূল! দোষ সফর মাসেরও না, অসহায় বিড়ালেরও না, দোষ হলো আমাদের নিজেদের। ভালো কাজের শুরু **আল্লাহ পাকে**র নাম দিয়ে করলে, **আল্লাহ পাকে**র দরবারে শুকরিয়ার সিজদা আদায় করলে অবশ্যই বরকত হতো। যদি শয়তানকে খুশি করার কাজ দিয়ে দিনের শুরু হয় এবং **আল্লাহ পাকে**র নাম নেওয়া না হয়, তাহলে সেখানে বরকত কোত্থেকে আসবে?

بِسۡمِ اللّٰہِ শরীফের প্রেমিকা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মাদ ইলইয়াস আত্তার কাদিরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর রচিত গ্রন্থ ফয়যানে সুন্নাতে রয়েছে, একজন মুবাল্লিগ ইজতিমায় بِسۡمِ اللّٰہِ শরীফের ফযীলত বর্ণনা করছিলেন। একজন অমুসলিম মেয়ে بِسۡمِ اللّٰہِ শরীফের ফযীলত শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলো এবং ইসলাম কবুল করলো। তাঁর মুখে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ এর ওয়াযীফা জারী হয়ে গেলো। উঠতে, বসতে, শয়নে জাগরণে, চলতে ফিরতে, সবসময় بِسۡمِ اللّٰہِ পড়তে লাগলো। এ কারণে মেয়েটির মা বাবা তাঁর উপর খুবই নারাজ হলো আর নানান ভাবে তাকে কষ্ট দিতে লাগলো। এমনকি ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে, যে কোনো অভিযোগ আরোপ করে নিজের মেয়েকে (**আল্লাহ**র পানাহ!) মেরে ফেলার অপচেষ্টা করতে লাগলো। অতএব, একদিন তার বাবা (সে ঐ সময়কার বাদশাহর উযীর ছিলো) বাদশাহি মোহরাঙ্কিত একটি আংটি মেয়েকে রাখতে দিলো। মেয়েটি بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ বলে তা নিলো এবং بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পড়ে পকেটে রেখে দিলো। রাতে যখন সে ঘুমালো, তখন তার বাবা পকেট থেকে তা সরিয়ে নিয়ে নদীতে ফেলে দিলো। একটি মাছ তা গিলে ফেললো। সকালে একজন জেলে ঐ নদীতে জাল ফেললে ঘটনাক্রমে ঐ মাছটিই জালে ধরা পড়লো। সে মাছটি নিয়ে উযীরকে উপহার দিলো। উযীর তা নিয়ে মেয়েকে রান্না করতে দিলো। সে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ বলে মাছটি নিলো। যখন بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ বলে মাছটির পেট কাটলো, তখন তার পেট থেকে ঐ আংটি বেরিয়ে এলো। সে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ বলে তা পকেটে রেখে দিলো আর মাছটি রান্না করে

বাবার সামনে পেশ করলো। খাওয়ার পর যখন রাজদরবারে যাওয়ার সময় হলো, তখন বাবা মেয়ের কাছে আংটিটি চাইলো। সে নওমুসলিম মেয়েটি بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পড়ে পকেট থেকে তা বের করে দিলো। বাবা এটা দেখে আশ্চর্য ও হতভম্ব হয়ে গেলো আর এভাবে بِسۡمِ اللّٰہِ শরীফের প্রতি ভালবাসা পোষণকারীকে **আল্লাহ পাক** হত্যা থেকে রক্ষা করলেন।

(ফয়যানে সুন্নাত, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! আপনারা দেখলেন তো, কালো বিড়াল বা অন্য কোনো ভুল ধারণা কী বাধা দেবে? মেয়েটির বাবা শতচেষ্টা করেও তার কোনো ক্ষতি করতে পারে নি আর بِسۡمِ اللّٰہِ এর বরকতে মেয়েটি তার কাজে (অর্থাৎ আংটির সংরক্ষণ) সফল হলো এবং হত্যা থেকে রক্ষা পেলো। **আল্লাহ পাকে**র নামে সত্যিই বরকত রয়েছে, আসুন আমরা কুসংস্কার ত্যাগ করি এবং بِسۡمِ اللّٰہِ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি, ইয়াকীন দৃঢ় হলে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ বরকত অর্জিত হবে।

পানাহারের আগে بِسۡمِ اللّٰہِ পড়ুন!

পানাহারের আগে بِسۡمِ اللّٰہِ পড়া সুন্নাত। হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে খাবারের শুরুতে بِسۡمِ اللّٰہِ পাঠ করা হয় না, ঐ খাবার শয়তানের জন্য হালাল হয়ে যায়। (অর্থাৎ بِسۡمِ اللّٰہِ না পড়ার কারণে শয়তান ঐ খাবারে অংশগ্রহণ করে। **(সহীহ মুসলিম, ৮০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং - ২০১৭)** খাওয়ার আগে بِسۡمِ اللّٰہِ না পড়াতে খাবারে বরকতশূন্যতা দেখা দেয়। হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমরা **প্রিয়নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

এর খিদমতে হাজির হলাম, খাবার আনা হলো, শুরুতে এমন বরকত আমরা কোনো খাবারে দেখি নি কিন্তু শেষের দিকে খুব বরকতশূন্যতা দেখলাম। আমরা আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কেন হলো? ইরশাদ করলেন: আমরা সকলে খাওয়ার শুরুতে بِسۡمِ اللّٰہِ পাঠ করেছিলাম। তারপর এক ব্যক্তি بِسۡمِ اللّٰہِ পাঠ করা ছাড়া খাওয়ার জন্য বসে গেলো আর তার সাথে শয়তান খাবার খেয়ে ফেলেছে।

(শরহুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ২৮২৪)

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা বলেন, **প্রিয় রাসুল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কেউ খাবার খায় তখন (যেনো) **আল্লাহ পাকে**র নাম নেয়। অর্থাৎ بِسۡمِ اللّٰہِ পাঠ করে। আর যদি শুরুতে بِسۡمِ اللّٰہِ পড়তে ভুলে যায় তাহলে যেনো এভাবে বলে: بِسۡمِ اللّٰہِ أَوَّلَه وَاٰخِرَه **(আবু দাউদ শরীফ, ৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৬৭)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সবসময় খাবার খাওয়ার আগে بِسۡمِ اللّٰہِ পড়ে নেবেন। যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার আগে بِسۡمِ اللّٰہِ পড়ে না তার খাবারে কারিন নামক শয়তান অংশগ্রহণ করে।

ওযুর আগে بِسۡمِ اللّٰہِ পড়ুন!

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে আবু হুরাইরা, যখন ওযু কর তখন بِسۡمِ اللّٰہِ পড়ে নিয়ো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ওযূ থাকবে

ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ফিরিশতাগণ (অর্থাৎ কিরামান কাতিবীন) তোমার জন্য নেকীসমূহ লিখতে থাকবেন। (মু'জামে সগীর লিত তাবারানী, ১৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮৬)

প্রতিটি কদমে একটি করে নেকী

তাফসীরে নঈমী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো জন্তুর উপর আরোহণ করার সময় بِسۡمِ اللهِ পড়বে তাহলে ঐ জন্তুর প্রতিটি কদমের (বিনিময়ে) ঐ আরোহীর (আমলনামায়) ১টি করে নেকী লেখা হবে ।

অনুরুপভাবে যে ব্যক্তি নৌকায় আরোহণের সময় بِسۡمِ اللهِ এবং اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ পড়বে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাতে আরোহণ অবস্থায় থাকবে তার জন্য শুধু নেকী আর নেকী লেখা হবে। (তাফসীরে নঈমী, ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা)

জীবিকায় বরকতের সর্বোত্তম উপায়

মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, ঘরে প্রবেশকালে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পড়ে প্রথমে ডান পা দরজার ভেতর প্রবেশ করানো উচিৎ, তারপর পরিবারের সদস্যদের সালাম দিয়ে ঘরের ভেতরে আসুন। যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحۡمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه বলুন। কতিপয় বুযুর্গ কে দেখা গেছে তারা দিনের শুরুতে ঘরে প্রবেশ করার সময় بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ এবং সূরা ইখলাস পাঠ করেন, এতে ঘরে ঐক্য সৃষ্টি হয় (অর্থাৎ ঝগড়া হয় না) এবং জীবিকায় বরকত হয়।

শিশুদের মাঝেও بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন!

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে আযাব হচ্ছিল। কিছুদিন পর আবার যখন ঐ জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন দেখলেন, ঐ কবরে নূর আর নূর এবং তাতে **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষিত হচ্ছে। তিনি عَلَيۡهِ السَّلَام খুবই অবাক হলেন এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: আমাকে এর রহস্য সম্পর্কে জানানো হোক। ইরশাদ হলো: "হে ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام এ ব্যক্তি খুবই গুনাহগার হওয়ার কারণে আযাবে বন্দি ছিলো কিন্তু মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী (সন্তান সম্ভবা) ছিলো। তার ঘরে ছেলের জন্ম হলো এবং আজ তাকে মক্তবে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষক তাকে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পড়িয়েছেন। আমার লজ্জা হলো, আমি ঐ ব্যক্তিকে (কিভাবে) মাটির নিচে শাস্তি দেবো, যার সন্তান মাটির উপর আমার নাম নিচ্ছে। **(তাফসীরে কবীর, ১ম খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)**

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ, আমাদর শিশুদের "টা টা বাই বাই" শেখানোর পরিবর্তে শুরু থেকে **আল্লাহ পাকের** নাম নিতে শিক্ষা দেওয়া। আর তাতে কেবল শুধুমাত্র মরহুম মা বাবার বরকত লাভ হয় এমন নয় বরং খোদ শিক্ষা অর্জনকারী এবং শিক্ষাদানকারীরও বরকত লাভ হয়। অতএব নিজেদের বাচ্চাদের সাথে খেলা করার সময় শেখানোর নিয়্যতে তাদের সামনে বার বার **আল্লাহ, আল্লাহ** বলতে থাকুন। তাহলে সেও মুখ খুলতেই সর্বপ্রথম "**আল্লাহ** শব্দ বলবে।

৪৬ নম্বর নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسۡمِ اللهِ পড়ার অসংখ্য বরকত রয়েছে। প্রতিটি বৈধ কাজের আগে بِسۡمِ اللهِ পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিৎ। এজন্য তা শায়খে তরিক্বত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه প্রদত্ত "৭২টি নেক আমল" এর মধ্যে অন্যতম নেক আমল বটে। সুতরাং ৪৬ নম্বর নেক আমল-এ আছে - আপনি কি আজ প্রতিটি বৈধ ও সম্মানজনক কাজের আগে بِسۡمِ اللهِ পাঠ করেছেন?” **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** অনুরূপভাবে প্রতিটি কাজ সুন্নাত অনুযায়ী করতে এবং সুন্নাত মোতাবেক জীবনযাপন করার জন্য দা’ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং সাব-ইউনিটের ১২টি দ্বীনি কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন। اِنۡ شَآءَ الله এর বরকতে নিয়মিত নামায পড়ার, নেকীর কাজ করার, এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা তৈরি হবে।

জ্বরের চিকিৎসা

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি জ্বরে আক্রান্ত হলো, তার সম্মানিত ওস্তাদ, শায়খ ফকীহ ওয়ালী উমর বিন সাঈদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাকে দেখতে গেলেন, ফেরার সময় একটি তাবীয দিয়ে বললেন: এটা খুলে দেখবে না। তিনি যাওয়ার পর সে তাবীয বেঁধে নিলো। তৎক্ষণাৎ জ্বর চলে গেলো। সে ধৈর্য ধরে থাকতে পারলো না, খোলামাত্রই তাতে দেখলো بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ লেখা ছিলো। অন্তরে কুমন্ত্রণা এলো এটা তো যে কেউ লিখতে পারে! বিশ্বাসে ঘাটতি আসতেই তৎক্ষণাৎ আবার জ্বর এসে গেলো। আতঙ্কিত হয়ে হযরতের কাছে উপস্থিত হয়ে ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলো। শায়খ আবার তাবীয লিখে নিজে হাতে বেঁধে দিলেন- তৎক্ষণাৎ জ্বর চলে গেলো। এবার

দেখতে নিষেধ করলেন না, কিন্তু সে ভয়ে খুলে দেখে নি। অবশেষে সে এক বছর পরে যখন তা খুলে দেখলো তখনও তাতে ঐরূপ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লেখা ছিলো। **(ফয়যানে সুন্নাত, পৃষ্ঠা ৬৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ এর অনেক বরকত রয়েছে আর এতে রোগের চিকিৎসাও রয়েছে। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা পাওয়া হলো, বুযুর্গানে দ্বীন যদি কোনো মুবাহ বা বৈধ বিষয়ে নিষেধ করেন, তবে তা বোঝা না গেলেও তা থেকে বিরত থাকা উচিত। আরো জানা গেলো, তাবীয খুলে দেখা উচিৎ নয়, এতে বিশ্বাসে ফাটল ধরার আশঙ্কা থাকে। এছাড়া ভাঁজ করার বিশেষ পদ্ধতি সহ এটা মোড়ানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় কিছু পড়াও হয়। অতএব খুলে দেখলে এর উপকারীতা কমে যেতে পারে।

মাথা ব্যথার চিকিৎসা

কায়সারে রুম (রোমান সম্রাজ্যের অধিপতি) মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ কে চিঠি লিখলেন: আমার দীর্ঘ দিন ধরে মাথা ব্যাথার সমস্যা রয়েছে, যদি আপনার কাছে এর কোনো ওষুধ থাকে তাহলে পাঠিয়ে দিন। হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তার জন্য একটি টুপি পাঠিয়ে দিলেন। রোমান সম্রাজ্যের অধিপতি যখনই ঐ টুপি পরতেন, তখনই তাঁর মাথা ব্যথা দূর হয়ে যেতো এবং যখন মাথা থেকে টুপি নামিয়ে রাখতেন, তখন মাথা ব্যাথা ফের শুরু হয়ে যেতো। এতে তিনি খুবই আশ্চর্য হলেন।

অবশেষে তিনি যখন ঐ টুপি খুলে দেখলেন, তখন তা থেকে একটি কাগজ বেরিয়ে এলো যাতে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লেখা ছিলো।

(তাফসীরে কবীর, ১ম খণ্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন, সোনা, রূপা অথবা কোনো প্রকার ধাতু দিয়ে তৈরি মোড়ক সহকারে তাবীয পরিধান করা পুরুষদের জন্য জায়িয নেই। অনুরূপভাবে যে কোনো ধরণের ধাতু নির্মিত চেইন তাতে তাবীয থাকুক বা না থাকুক পুরুষদেও জন্য পরা নাজায়িয ও গুনাহের কাজ। তদ্রূপ সোনা, রূপা এবং স্টিল ইত্যাদি যে কোনো প্রকার ধাতুর পাত অথবা শিকল এর উপর কিছু লেখা থাকুক বা না থাকুক, এমন কি তাতে **আল্লাহ পাকে**র মোবারক নাম বা কলেমায়ে তায়্যিবা ইত্যাদি খোদাই করা থাকলেও তা পরিধান করা পুরুষদের জন্য নাজায়িয। মহিলারা সোনা রূপার মোড়কে তাবীয পরিধান করতে পারবে।

(ফয়যানে সুন্নাত, পৃষ্ঠা ৬৯)

নাক ফেটে রক্ত পড়ার চিকিৎসা

যদি কারো নাক ফেটে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে শাহাদাত আঙুল দ্বারা কপালের উপর থেকে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লেখা শুরু করে নাকের নিম্নাংশ পর্যন্ত নিয়ে যান اِنۡ شَآءَ اللّٰہ রক্ত পড়া বন্ধ হবে। **(ফয়যানে সুন্নাত, পৃষ্ঠা ৭৩)**

রুহানী চিকিৎসা বিভাগ

হে আশিকানে রাসূল! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ দাওয়াতে-ইসলামীর বিভাগসমূহের অন্যতম হলো রুহানি চিকিৎসা বিভাগ । যা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পীড়িত উম্মতের দুর্দশা লাঘবের তরে সচেষ্ট রয়েছে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ এই বিভাগের

মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ অসুস্থ ও পেরেশানিগ্রস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রুহানি চিকিৎসা প্রদান করার চেষ্টা করা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর প্রদত্ত রুহানি চিকিৎসা, ওয়াযীফা এবং তাবীযের বরকত কেবল গুটি কয়েক নির্দিষ্ট অঞ্চল বা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ভাই ও বোনদের রুহানি চিকিৎসার জন্য হাজার হাজার স্টল বসানো হয়- যেখানে সারা বিশ্বের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুসলমানরা তাদের সমস্যা, পেরেশানি, বেকারত্বের সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান পেতে এখানে যোগাযোগ করে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনিও আপনার নিকটতম রুহানি চিকিৎসার স্টল থেকে ওয়াযীফা, তাবীয ও নিজের সমস্যার সমাধান করাতে পারেন। মাদানী চ্যানেলে রুহানি চিকিৎসা অনুষ্ঠানটি লাইভ অবশ্যই দেখুন। এই প্রোগ্রামেও মাদানী চ্যানেলের দর্শকদের সমস্যা সমাধানের জন্য রুহানি চিকিৎসা দেওয়া হয় ও ইস্তিখারাও করা হয়।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه দা'ওয়াতে ইসলামীর আইটি ডিপার্টমেন্ট মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন Online rohani ilaj & istikhara (অনলাইন রুহানী ইলাজ এন্ড ইস্তিখারা) লঞ্চ করা হয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে আপনি ✫ অনলাইন ইস্তিখারা করাতে পারবেন, ✫ অসুস্থতা, বদনজর, জাদু, জিন ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের জন্য ফী সাবিলিল্লাহ (বিনামূল্যে) তাবীয সংগ্রহ করতে পারেন এবং ✫ অনলাইনে কাটও করাতে পারবেন।

এ অ্যাপ্লিকেশনে আরো পাবেন- ✯ অসুস্থতা, ✯ দরিদ্রতা, ✯ দুশ্চিন্তা, ✯ পেরেশানি এবং বিপদ-আপদ ইত্যাদি থেকে মুক্তির বিভিন্ন ওয়াযীফা। আপনাদের স্মার্টফোনে এই অ্যাপ্লিকেশন ইন্সটল করে নিন, নিজেও উপকৃত হোন এবং অন্যকেও উৎসাহিত করুন।

بِسۡمِ اللّٰہِ লেখার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন "যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সম্মানার্থে উত্তম নকশায় بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখলো, **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করে দেবেন। **(তারিখে ইসবাহান, খণ্ড ২, ২৮৫পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লেখার মহিমান্বিত সাওয়াব পাওয়ার জন্য সম্ভব হলে কখনো কখনো ওযু অবস্থায় সুন্দর হরফে কাগজ ইত্যাদিতে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ লিখুন। কিন্তু বেআদবির আশঙ্কা আছে এমন স্থানে কখনো লিখবেন না। দেওয়ালেও পবিত্র আয়াত বা বাক্য লিখবেন না। একবার **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক জায়গা দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে মাটিতে "بِسۡمِ اللّٰہِ লেখা ছিলো। তিনি তা দেখে ইরশাদ করলেন: "এরূপ যে করেছে তার উপর অভিশাপ পড়ুক! "بِسۡمِ اللّٰہِ কে তার উপযুক্ত জায়গায় রাখো।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, প্রথম পারা, সুরা ফাতিহা খণ্ড:১ পৃষ্ঠা ২৯)

হে আশিকানে রাসুল! আসুন "بِسۡمِ اللّٰہِ শরীফ সম্পর্কে কিছু আহকাম এবং কিছু উপকারী ওয়াযীফা শুনি।

بِسۡمِ اللّٰهِ শরীফের বরকতসমূহ

(১) হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ বিন আলী বুনী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে ৭ দিন পর্যন্ত بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ৭৮৬ বার (শুরু ও শেষে ১বার করে দরূদে পাক) পাঠ করবে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ তার প্রত্যেক উদ্দেশ্য পূরণ হবে। এখন উদ্দেশ্য কোনো মঙ্গল লাভের জন্য হোক বা কোনো অমঙ্গল দূর হওয়ার জন্য কিংবা ব্যবসা ঠিকভাবে চলার জন্য হোক। (শামসুল মাআরিফ, অনুদিত, ৭৪ পৃষ্ঠা) (২) যে ব্যক্তি শোয়ার সময় بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ২১ বার (শুরু ও শেষে একবার দরূদ শরীফ) পাঠ করে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ ঐ রাতে শয়তানের অনিষ্ট, চুরি, হঠাৎ মৃত্যু ও প্রত্যেক প্রকারের বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (৩) যে ব্যক্তি সূর্য উদিত হওয়ার সময় সূর্যের দিকে মুখ করে ৩০০ বার بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ও ৩০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করবেন, যা তার কল্পনার বাইরে এবং (প্রতিদিন পাঠ করলে) এক বছরের মধ্যে সম্পদশালী ও ধনাঢ্য হয়ে যাবে। (৪) দূর্বল মেধার ব্যক্তি যদি بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ৭৮৬ বার (শুরু ও শেষে ১ বার দরুদ শরীফ সহ) পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে এ পানি পান করে, তাহলে তার স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং যা শুনবে তা স্মরণে থাকবে। (৫) যদি অনাবৃষ্টির সময় بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ৬১ বার (শুরু ও শেষে ১ বার দরূদ শরীফ সহ) পাঠ করে তারপর দোয়া করে তাহলে বৃষ্টিপাত হবে। (প্রাগুক্ত, ৭৪ পৃষ্ঠা) (৬) بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ কাগজে ৩৫ বার লিখে (আগে ও পরে ১ বার দরূদ শরীফ) ঘরে টাঙিয়ে দিলে اِنۡ شَآءَ اللّٰہ শয়তান ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং খুব বরকত হবে। যদি দোকানে টাঙিয়ে দেয়া হয়। তাহলে

তার ব্যবসায় খুব উন্নতি হবে। (৭) পহেলা মুহাররামুল হারামে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ১৩০ বার লিখে বা লিখিয়ে যে ব্যক্তি নিজের কাছে রাখবে (অথবা প্লাস্টিক কোটিং (লেমিনেটিং) করে কাপড়, রেক্সিন বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে হাতে, গলায় পরিধান করবেন) اِنۡ شَآءَ الله সারাজীবন ঐ ব্যক্তির বা এমনকি তার ঘরে কারো কোনো প্রকারের ক্ষতি সাধিত হবে না। (৮) بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ৭০ বার লিখে মৃতের কাফনে রেখে দিন اِنۡ شَآءَ الله মুনকার নকীর এর প্রশ্নের জবাব সহজ হবে। **(প্রাগুক্ত, ৭৫ পৃষ্ঠা)** (উত্তম হলো, মৃতের চেহারার সামনে কিবলার দিকের দেয়ালে মিহরাবের মতো তাক বানিয়ে তাতে রাখুন। এর সাথে আহাদনামা ও মৃত ব্যক্তির পীর সাহেবের শাজারা ইত্যাদিও রেখে দিন)

(ফয়যানে সুন্নাত,১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ একজন ক্বারী সাহেব বা আলিম সাহেবকে পাঠ করে শুনিয়ে নিন। যদি সঠিক মাখরাজ সহকারে উচ্চারণ না হয় তাহলে শিখে নিন অন্যথায় উপকার হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। **হে রব্বে মুস্তফা!** আমাদেরকে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ এর বরকত দ্বারা সমৃদ্ধ করুন এবং প্রতিটি নেক ও বৈধ কাজে শুরুতে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ পাঠ করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

নখ কাটার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন শায়খে তরিক্বত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার

কাদিরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা “**১০১ টি মাদানী ফুল**” থেকে কিছু মাদানী ফুল শুনি: ☆ জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্য যদি বড় হয়ে যায়, তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। **(দুররে মুখতার, ৯ম খণ্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা)** মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: বর্ণিত আছে; যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, **আল্লাহ পাক** তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তার প্রতি রহমতের আগমন হবে এবং গুনাহ দূর হবে। **(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খণ্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খণ্ড, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠা)** ☆ হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রম ডান হাতের শাহাদাত আঙুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙুলের নখ কাটবেন, তবে বুড়ো আঙুল ছেড়ে দেবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বুড়ো আঙুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখ কাটবেন। **(দুররে মুখতার, ৯ম খণ্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলূম, ১ম খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা)**

ঘোষণা

নখ কাটার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বয়ান করা হবে অতএব তা জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى

الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক ও প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد